কালের কণ্ঠ

আপডেট : ৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ ২১:১৬

মুক্তিযুদ্ধের গল্প

নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে ভিন্ন রকমের অনুষ্ঠানের আয়োজন করল ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়। সেই অনুষ্ঠান নিয়ে লিখেছেন তানজিয়া আমজাদ

তরুণ প্রজন্মের সামনে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর স্মৃতি বলছেন লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক

অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছিল বিকেল ৩টায়। টানা দুই ঘণ্টার এই আয়োজনে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্ট্রিজের চেয়ারপারসন ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, উপাচার্য ড. এম এম শহীদুল হাসানসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানের বক্তা কেবল একজনই ছিলেন। তিনি লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের গৌবরময় কাহিনীই নতুন প্রজন্মের সামনে একের পর এক ঘটনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তিনি। এমন অনেক ঘটনার কথা বলেছেন যেগুলো গা শিউরে ওঠার মতো। চা বাগান এলাকার একটি

কাহিনী বলেছেন তিনি। পাকিস্তানিদের অত্যাচারের ভয়ে এলাকার অনেক মানুষ চা বাগানে লুকিয়েছিলেন। এ ঘটনা জানার পর রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধা সেজে সেই বাগানে ঢুকে পড়ে এবং নিরীহ এলাকাবাসীকে বলে, 'তোমাদের কোনো ভয় নেই। আমরা মুক্তিযোদ্ধা, তোমাদের উদ্ধার করতে এসেছি।' সরল গ্রামবাসী তাদের কথা বিশ্বাস করে আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এরপর তাদের ধরে ধরে পাকিস্তানি বাহিনীর দোসররা মারতে শুরু করে। এ সময় কৌশলে অনেক গ্রামবাসীকে বাঁচিয়েছিলেন মাহালী নামের নারী। সে জন্য পরে তাঁর ওপর পাকিস্তানি বাহিনী নির্মম অত্যাচারও করেছিল। এ ঘটনা শোনার পর একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছিল পুরো হলরুম। নিচের দিকে তাকিয়ে আবেগ সামলানোর চেষ্টা করছিলেন অনেকে।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আলাপ হলো তৃষ্ণা, ইরতেজা, সাবিত ও রাইসার সঙ্গে। তাঁরা বিভিন্ন বিভাগে পড়েন। তাঁরা বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠান নিয়মিত করা উচিত। তেমনটিই বললেন কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, 'কেবল বিজয় দিবসকে কেন্দ্র না করে এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রায়ই আয়োজন করা উচিত। এর ফলে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেশপ্রেম জেগে উঠবে।' আর ১ ডিসেম্বরের আয়োজন কেমন লাগল সে প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমার ভালো লেগেছে।'

'বিজয়ের মাসের শুভ সূচনায় বিজয় দিবস' নামের এই আয়োজনটি নিয়ে বলতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং অ্যান্ড স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের প্রধান নাহিদ হাসান খান বলেন, 'আমাদের আয়োজন এখানেই শেষ নয়, সামনে আরো অনুষ্ঠান আছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশের প্রতি ভালোবাসা তৈরির জন্য এ ধরনের অনুষ্ঠান খুবই প্রয়োজন।' বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মহিউদ্দিন বলেন, 'আগের প্রজন্মের সঙ্গে এ প্রজন্মের যে দূরত্ব সেটি কমানোর জন্যই অনুষ্ঠানটি করা হয়েছে।'